৮.২ বৈষ্ণব পদাবলি

★ রাধামোহন ঠাকুর

বিশ্বপতি চক্রবর্তীর সমসাময়িক কালেই রাধামোহন ঠাকুরেরও আবির্ভাব হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। রাধামোহন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইনি জয়পুর রাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করে পরকিয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। “পদামৃতসমুদ্র” তাঁর বিখ্যাত পদসংকলন গ্রন্থ। মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ১৬৯৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৮ খিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাধামোহনের বেশিরভাগ পদই উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত বিভিন্ন ভাবের উদাহরণ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গোবিন্দ দাস যে সমস্ত ভাব নিয়ে পদ রচনা করেননি, ইনি সেইগুলি নিয়েই পদ রচনা করেছেন এবং এইভাবে কীর্তন গানের চৌষট্টি রসকে পূর্ণতা দান করেছেন। রাধামোহন তাঁর সংকলিত পদামৃতসমুদ্রের ‘মহাভাবানুসারিনী’ নামে টীকাও রচনা করেছেন।

রাধামেহান ঠাকুর সংস্কৃত এবং ব্রজবুলি, উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। তবে শব্দের হিল্লোলিত বিলাস রয়েছে—

> “মরকত মঞ্জুল কান্তি যশোহর/মানিনি-মান-বিমোহ।
> মাথহিঁ মোর মুকুট ধর সুন্দর/ মোহন পিত পট
> শোহ।।/মাধব মধুর মুরতি জনু কাম।।/মাধবি-মল্লি-
> মুকুলবর-মাধরীৎমালতি-মিলু ধাম ধাম।।”

এই শব্দবিলাস গোবিন্দ দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্বরাগের দশ অবস্থায় বিভিন্ন পর্যায় নিয়েই রাধামোহন পদরচনা করেছেন, একটি পদে রাধা পূর্বরাগের দশমী অবস্থার চরম পর্যায়ে পৌঁচেছেন। সখী কৃষ্ণের কাছে রাধার অবস্থা জানিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ রাধার কাছে আসেননি। সখী একা ফিরে এলে রাধা বলেছেন, কৃষ্ণ যদি রাধাকে উপেক্ষা করেন, তাহলে—

“তুহুঁ কাহে বিরস বদনে ঘন রোয়াসি/কিয়ে পুন কয়লি অকাজ।” এরপর মৃত্যু দশার দ্বারপ্রান্তে উপনীতা রাধা সখীকে সম্বোধন করে বলেন—

“ইহ বন্দাবনে দেহ উপেখব/মৃতু তনু রাখবি হামার।/কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পায়র/তবহুঁ মনোরথ পূর।।”

সখীর কাছ থেকে রাধার এই অবস্থার কথা জেনে কৃষ্ণ রাধার অভিসারে চললেন। কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনায় রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণের যে ভাবরূপ অঙ্কন করেছেন, তা চৈতন্যদেবেরই মূর্তি। “চলতেই খলই চলই শাহি পারই/কত কত ভাব বিথারি।” বাসক সজ্জিকা রাধার সঙ্গে মিলনের শেষ কৃষ্ণ রাধার বেশবাসও বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, এছাড়া কবি ধীরা মধ্যাখণ্ডিতা এ অধীরা মধ্যাখণ্ডিতা রাধাকে নিয়েও পদ রচনা করেছেন। শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণি বর্ণিত নানা পর্যায়, যেমন মানান্তে মিলন, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, মান প্রকারান্তর অকারণমান, শ্রীরাধার স্বয়ং দৌত্য, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য প্রভৃতি পর্যায় নিয়ে কবি পদ রচনা করেছেন। রসালসের পদে উভয়ের সদ্যবিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন—“একহি পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন/অতয়ে সে মানয়ে দুখ।।” শ্রীরাধার হিমকালের অভিসারও এই কবির পদে রয়েছে। শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের গৌরী আরাধনা ছলে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলনপ্রসঙ্গ পদাবলি সাহিত্যের একটি পরিচিত কথাবলম্বন। রাধামোহন তা নিয়েও পদ রচনা করেছেন। মিলন পর্যায়ের একটি পদে কবি কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ভাবের আন্তরিকতায় অতুলনীয়। “নূপুর কলরব

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.